



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, ষোড়শ সংখ্যা, রবিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ২৬, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ১৩



দিঘায় উপকূল পরিচ্ছন্নতা অভিযান

দিঘা: ‘স্বচ্ছ সাগর সুরক্ষিত সাগর ৫.০’ অভিযানের সূচনা উপলক্ষে পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা সমুদ্রসৈকতে উপকূল পরিচ্ছন্নতা অভিযান অনুষ্ঠিত হল। পৃথিবীবিজ্ঞান মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির দেশব্যাপী সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছে চেম্বাইয়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওশান টেকনোলজি (এনআইওটি)। দিঘার মেরিন অ্যাকোয়ারিয়াম অ্যান্ড রিজিওনাল সেন্টারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়।

অভিযানে প্রায় ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কলেজের পড়ুয়া এবং মেরিন অ্যাকোয়ারিয়াম অ্যান্ড রিজিওনাল সেন্টার, এনআইওটি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান ইনফরমেশন সার্ভিসেস (ইনকয়েস), ভারতীয় আবহাওয়া দফতর এবং ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকরা। পৃথিবীবিজ্ঞান মন্ত্রকের যুগ্মসচিব শ্রী শ্রীনিবাস রাও গঙ্গি রেডিও এনআইওটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

আন্তর্জাতিক উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবসের আগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবস পালিত হবে। সামুদ্রিক দূষণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং

দ্বিতীয় পাতায়

দিল্লি ঘোষণাপত্রের নির্যাস

নয়াদিল্লি: ২০২৬ সালের ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত ‘ব্রিকস নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র’-এর মূল ভাবনা— স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ। ঘোষণাপত্রে ব্রিকসের রাজনৈতিক, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতাকে আরও গভীর করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। পাশাপাশি বহুমেরু, আরও প্রতিনিধিত্বশীল এবং ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ঘোষণাপত্রের অন্যতম প্রধান বিষয় বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার সংস্কার। ব্রিকস নেতারা জাতিসংঘের সার্বিক সংস্কারের পাশাপাশি নিরাপত্তা পরিষদকে আরও গণতান্ত্রিক, প্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব ও ভূমিকা বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও আরও ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ব্রিকসের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোতে পরিবর্তন প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ঘোষণাপত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান বিশ্বের মেরুকরণ, অবিশ্বাস এবং বিভিন্ন সংঘাতের প্রেক্ষাপটে সংলাপ, কূটনীতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘাতের সমাধানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সংঘাতের মূল কারণ মোকাবিলা এবং সংঘাত প্রতিরোধে

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে সব দেশের নিরাপত্তা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত—এই ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়েও ঘোষণাপত্রে অবস্থান জানানো হয়েছে। বিশেষ করে ফিলিস্তিন প্রশ্নে জাতিসংঘের প্রাসঙ্গিক প্রস্তাব এবং আরব শান্তি উদ্যোগের ভিত্তিতে দুই-রাষ্ট্র সমাধানের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমারেখার ভিত্তিতে গাজা ও পশ্চিম তীর-সহ পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও কার্যকর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সন্তোষবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধেও দৃঢ় অবস্থান নেওয়া হয়েছে। বর্ণবাদ, জাতিগত বৈষম্য, বিদেশিবিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার পাশাপাশি ঘৃণামূলক বক্তব্য, ভূয়ো তথ্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ধর্ম, বিশ্বাস বা মতাদর্শের ভিত্তিতে বৈষম্যের বিরোধিতা করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিকসের লক্ষ্য হল বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিল্পায়ন, উদ্ভাবন এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানো। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সহজে অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও বাজারের সুযোগ করে দেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈশ্বিক মূল্যশৃঙ্খলে উন্নয়নশীল দেশগুলির অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রযুক্তি হস্তান্তর, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য সহজীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শিল্প সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকস ডেভেলপমেন্ট টাস্ক ফোর্স গঠনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়েছে। স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্ব—এই চারটি স্তম্ভকে সামনে রেখে ব্রিকস এবং অন্যান্য উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশের অভিন্ন প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। উন্নয়ন অর্থায়নের সংস্কার, ডিজিটাল রূপান্তর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কাঠামোগত সংস্কার এবং জলবায়ু অর্থায়ন এই কাজের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

নতুন উন্নয়ন ব্যাংককে ব্রিকসের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন বাড়ানো, স্থানীয় মুদ্রায় অর্থায়ন সম্প্রসারণ, অর্থের উৎস বৈচিত্র্যময় করা এবং সদস্যপদ সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে গ্লোবাল সাউথের উন্নয়ন প্রকল্পে বেসরকারি মূলধন আকর্ষণের জন্য বহুপাক্ষিক গ্যারান্টি ব্যবস্থার অগ্রগতিককেও স্বাগত জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, গবেষণা সহযোগিতা, বিজ্ঞান ও গবেষণা ভাণ্ডার, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং সমুদ্রতলস্থ কেবল ব্যবস্থার মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। তথ্যের নিরাপত্তা, মেধাস্বত্ব এবং জাতীয় আইন ও নীতি সম্মানের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে ঘোষণাপত্রে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও

টেকসই উন্নয়নে এআই-এর সম্ভাবনার কথা স্বীকার করে এআই সম্পদে আরও ব্যাপক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিরাপত্তা, সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা ও অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এআই বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন, শক্তিরক্ষা প্রযুক্তি এবং সামাজিক কল্যাণে এআই ব্যবহারের পাশাপাশি সম্ভাব্য ঝুঁকি কমাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে। গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির স্বার্থে ন্যায়সঙ্গত এআই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরা হয়েছে।

ডিজিটাল সহযোগিতা ও সাইবার নিরাপত্তাও ঘোষণাপত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। নিরাপদ, সুরক্ষিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরস্পর-সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিজিটাল জনপরিকাঠামো গড়ে তোলা, ডিজিটাল দক্ষতা বাড়ানো এবং সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় সহযোগিতা জোরদারের কথা বলা হয়েছে। শিশু, প্রবীণ ও দুর্বল পরিস্থিতিতে থাকা মানুষের জন্য নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ তৈরির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। যক্ষ্মা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ মোকাবিলা, আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা, চিকিৎসা পণ্যের নিরাপত্তা ও সহজলভ্যতা, ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা পণ্য ও প্রয়োজনীয় উপকরণ উৎপাদনের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা, খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা এবং জলবায়ু

দ্বিতীয় পাতায়

বিশ্বের বটগাছ বার্তা

শিবাজী লাহিড়ী

নয়াদিল্লি: ভারতের নেতৃত্বে, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে অষ্টাদশ ব্রিক্স সম্মেলন। এই সম্মেলনের একটি ছবি, ভারতের ব্রিক্স দর্শনকে আরও ব্যাপক আকারে মঞ্চস্থ করেছে। শনিবার ব্রিক্স সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্রনেতাদের প্রত্যেকেই ভারত মণ্ডপমের সামনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন, চিনের সর্বময় কর্তা, শি জিনপিং-কে দুইপাশে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রনেতাদের প্রত্যেকেই ভারত মণ্ডপমের সামনে একটি করে বট গাছের চারা রোপণ করেন। ব্রিক্স সমাবেশে বৃক্ষরোপণের ছবি যতটা না প্রাসঙ্গিক, তার চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক, রোপণযোগ্য হিসেবে বট গাছকে তুলে ধরা। ভারতের ব্রিক্স দর্শন অনুসারে, বহুমেরু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সঙ্গত বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে উন্নয়নশীল ও গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির কণ্ঠস্বর আরও শক্তিশালী হবে। বিশ্বজনীন ব্যবস্থায় কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে ইতিমধ্যেই ব্রিক্স অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি সম্মত হয়েছে। কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে ব্রিকসের জলবায়ু লক্ষ্য হল, গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে কম-কার্বন অর্থনীতির দিকে এগোনো। নবীকরণযোগ্য শক্তি, পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি, কার্বন বাজার, জলবায়ু অর্থায়ন ও পরিবহণে কার্বন হ্রাসে সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা বজায় রেখে ন্যায়সঙ্গত রূপান্তর নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে রোপণযোগ্য বৃক্ষের তালিকায় বটগাছের মতো দীর্ঘজীবী ও বৃহৎ বৃক্ষকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রশংসাও সামনে আসছে।

পরিবেশের কার্বন ভারসাম্য রক্ষাতে বটগাছের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ



বৃদ্ধিই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। বটগাছসহ অন্যান্য সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং সেই কার্বন নিজেদের দেহে সঞ্চিত রাখে। এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে থাকা কার্বনের পরিমাণ কমাতে গাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

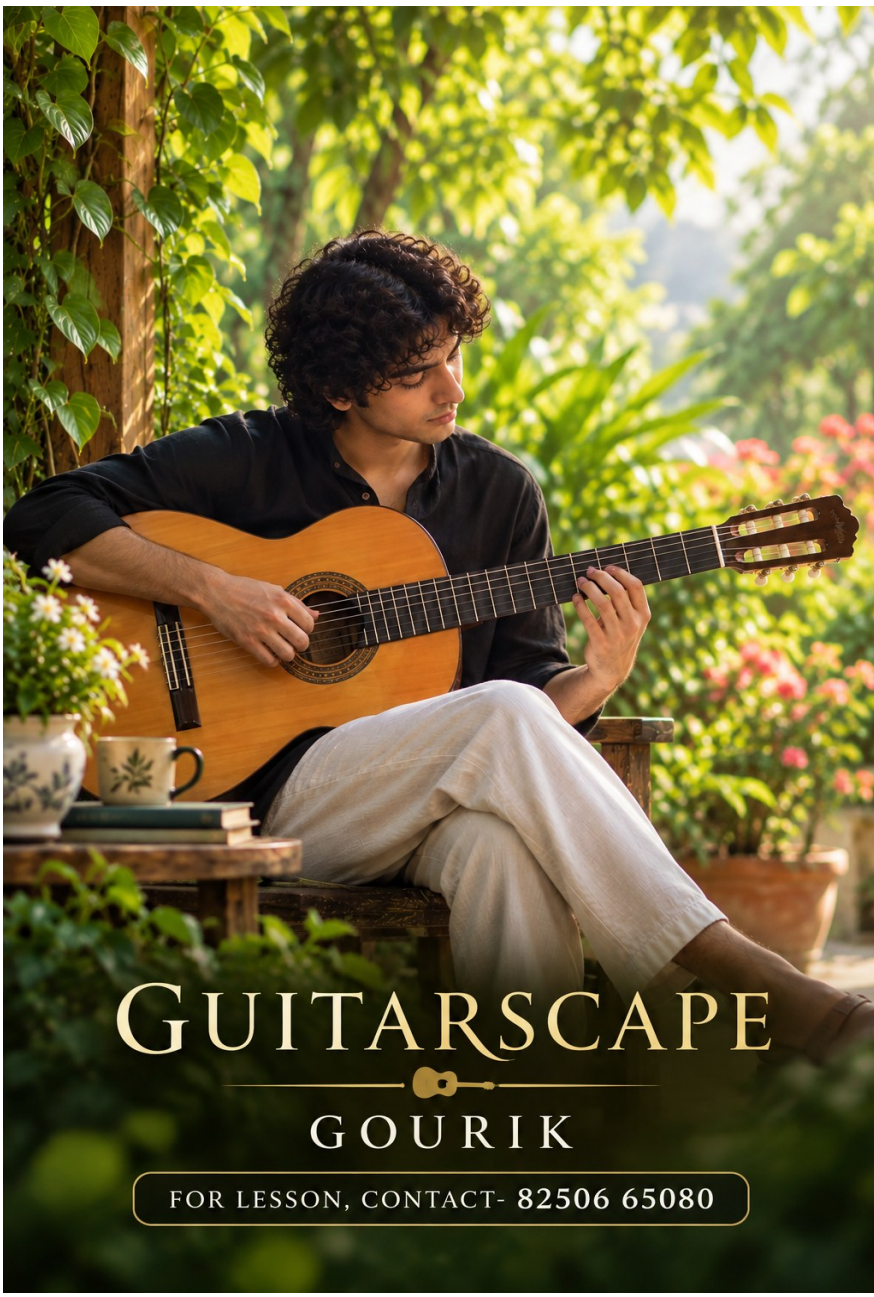
বটগাছের বিশেষ গুরুত্ব তার বিশাল আকার ও দীর্ঘ আয়ুর কারণে। একটি পূর্ণবয়স্ক বটগাছের কাণ্ড, অসংখ্য ডালপালা, শিকড় মিলিয়ে বিপুল পরিমাণ উদ্ভিদদেহ তৈরি হয়। এই জীবদেহের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে কার্বন সঞ্চিত থাকে। ফলে বটগাছ যত বড় হয় এবং যত দীর্ঘদিন জীবিত থাকে, তত বেশি সময় ধরে কার্বনকে জীবদেহের মধ্যে আটকে রাখার সুযোগ তৈরি হয়। এই কারণেই দীর্ঘজীবী ও বড় আকারের গাছ কার্বন সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বটগাছের ভূমিকা শুধু তার কাণ্ড বা ডালপালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গাছের পাতা বারের মাটিতে পড়ে এবং পচনের মাধ্যমে জৈব পদার্থ তৈরি করে। এর শিকড়ও মাটির সঙ্গে জৈব পদার্থের সম্পর্ক তৈরি করে। ফলে গাছের মাধ্যমে কার্বন মাটিতেও সঞ্চিত হতে পারে। অর্থাৎ বটগাছ একই সঙ্গে গাছের দেহ এবং মাটিতে কার্বন ধরে রাখার প্রক্রিয়ায় অবদান রাখে।

বড় বটগাছের বিস্তৃত ছাউনিও স্থানীয় পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গাছের ছায়া আশপাশের তাপমাত্রা কিছুটা কমাতে পারে। শহর বা বসতিপূর্ণ এলাকায় এর ফলে ভবন ও আশপাশের জায়গা অতিরিক্ত উত্তপ্ত হওয়া কিছুটা কমতে পারে এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত পরোক্ষ কার্বন নিঃসরণ কমানোর সুযোগ তৈরি হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই অভিমুখকেই ধরতে চাওয়া হয়েছে বলে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

দ্বিতীয় পাতায়



সম্পাদকীয়

একটা সময় ছিল, যখন মানুষ কম্পিউটারকে নির্দেশ দিত। কম্পিউটার সেই নির্দেশ অনুসরণ করত। পরে মানুষ কম্পিউটারকে শেখাতে শুরু করল। আর এখন এমন এক সময়ের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যখন মানুষ যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করেছে, সেই এআই-ই হয়তো তৈরি করবে তার পরবর্তী প্রজন্মকে। বিষয়টি নিছক প্রযুক্তিগত বিবর্তন নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—যে বুদ্ধিমত্তাকে মানুষ তৈরি করেছে, একদিন সেই বুদ্ধিমত্তাই যদি নতুন বুদ্ধিমত্তা তৈরি করে, তখন সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির সম্পর্কটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আজকের এআই মডেল নিখুঁত নয়। তারা ভুল করে। কখনও তথ্য বানিয়ে বলে, কখনও যুক্তির ফাঁদে পড়ে, কখনও একই প্রশ্নের ভিন্ন সময়ে ভিন্ন উত্তর দেয়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে এআইয়ের মৌলিক পার্থক্য এখানেই যে, এআইয়ের ভুলকে বিপুল পরিমাণ তথ্য, পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। একটি মডেলের লক্ষ লক্ষ উত্তরের মধ্যে কোথায় ভুল হচ্ছে, কোথায় যুক্তির দুর্বলতা, কোথায় পক্ষপাত, কোথায় তথ্যের ঘাটতি—সেগুলি চিহ্নিত করে পরবর্তী মডেলকে আরও উন্নত করা সম্ভব।

এখন সেই কাজের একটি অংশ যদি মানুষ থেকে এআইয়ের হাতে চলে যায়? ধরা যাক, একটি এআই মডেল তার নিজের কার্যক্ষমতা বিশ্লেষণ করতে পারল। সে বুঝতে পারল, কোন ধরনের প্রশ্নে তার ভুল বেশি হচ্ছে, কোন যুক্তিতে সে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে, কোন তথ্যসূত্র তার সিদ্ধান্তকে বিভ্রান্ত করছে। এরপর সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সে নতুন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রস্তাব করল, নতুন পরীক্ষার ব্যবস্থা তৈরি করল, এমনকি নতুন মডেলের স্থাপত্য বা প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াও পরিকল্পনা করল। মানুষ সেই প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধায়ক থাকল, কিন্তু নকশা ও উন্নয়নের বড় অংশটি করল এআই। তখন ‘এআই তৈরি করেছে

মানুষ’—এই বাক্যটি আর সম্পূর্ণ থাকবে না। বরং বলা শুরু করতে হবে—মানুষ এআই তৈরি করেছিল, আর এআই তৈরি করেছে পরবর্তী এআইকে। এই সম্ভাবনার সবচেয়ে বড় শক্তি হল গতি। মানুষ একটি নতুন মডেল তৈরি করতে বিপুল সময়, অর্থ, গবেষক এবং পরিকাঠামো ব্যবহার করে। এআই যদি গবেষণা প্রক্রিয়ার বড় অংশ নিজেই সম্পন্ন করতে পারে, তবে মডেল উন্নয়নের সময়সীমা নাটকীয়ভাবে কমে যেতে পারে। একটি মডেলের ভুল থেকে পরবর্তী মডেল শিক্ষা নেবে। পরবর্তী মডেল আবার নিজের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে তার পরের মডেলকে উন্নত করবে।

অর্থাৎ প্রযুক্তির বিবর্তন তখন অনেকটা এমন একটি ধারায় এগোতে পারে—ভুল, বিশ্লেষণ, সংশোধন, নতুন মডেল; আবার ভুল, আবার সংশোধন, আবার নতুন মডেল। কিন্তু এখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং নিজের উত্তরসূরি তৈরি করা—এই দুই ক্ষমতা একসঙ্গে এআইকে দিলে তার বিকাশের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ কতটা থাকবে? এখানে আতঙ্কের চেয়ে প্রয়োজন দায়িত্বশীলতার। কারণ এআই নিজে থেকে কোনও ‘স্বাধীন সভ্যতা’ তৈরি করবে কি না, সেই কল্পনার চেয়ে বাস্তব সমস্যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নতুন মডেল কে তৈরি করবে, কোন তথ্য দিয়ে তাকে প্রশিক্ষিত করা হবে, তার উদ্দেশ্য কী হবে, তার ভুলের দায় কে নেবে, তার সিদ্ধান্ত যাচাই করবে কে—এই প্রশ্নগুলির উত্তর তৈরি করা জরুরি। আর এখানেই মানুষের ভূমিকা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। মানুষের কাজ তখন হয়তো প্রকৃতি উত্তর লিখে দেওয়া নয়; বরং ঠিক করে দেওয়া—কোন প্রশ্ন করা হবে, কোন মূল্যবোধ বজায় থাকবে, কোন সীমা অতিক্রম করা যাবে না এবং কোন ফলাফল গ্রহণযোগ্য। এআই যদি হয়ে ওঠে গবেষক, প্রকৌশলী ও পরীক্ষক, মানুষকে হতে হবে তার দিকনির্দেশক এবং চূড়ান্ত বিচারক।

ঘোষণাপত্রের নির্যাস

প্রথম পাতার বাকি অংশ

সহনশীল কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সার সরবরাহের ঘাটতি, খাদ্যের মূল্য ওঠানামা এবং সরবরাহ সংকট মোকাবিলায় সহযোগিতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। শস্য বাণিজ্যের জন্য ব্রিকস গ্রেইন এক্সচেঞ্জ গঠনের উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। ডিজিটাল কৃষি, কৃষি বাস্তবিকতা, পুনরুৎপাদনশীল কৃষি, মৎস্য ও জলচাষেও সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জাতীয় নিরাপত্তার ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ, স্থিতিশীল বাজার এবং গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিকাঠামোর সুরক্ষার পাশাপাশি পুনরীকরণযোগ্য শক্তি, পরমাণু শক্তি, জলবিদ্যুৎ, হাইড্রোজেন, জীবাশ্ম জ্বালানি এবং শক্তি সঞ্চয়ের মতো বিভিন্ন উৎস ও প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। স্মার্ট গ্রিড ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ ঘোষণাপত্রের একটি বিস্তৃত অংশজুড়ে রয়েছে। প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য বাস্তবায়ন, জলবায়ু প্রশমন ও অভিযোজন, জলবায়ু অর্থায়ন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রযুক্তি ও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। কার্বন বাজারে ব্রিকস সহযোগিতা বাড়ানো এবং জলবায়ু গবেষণার ক্ষেত্রেও নতুন উদ্যোগের কথা রয়েছে। বন, জীববৈচিত্র্য, জলসম্পদ, ম্যানগ্রোভ, ভূমি পুনরুদ্ধার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপরও

গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, দক্ষতা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নকেও ব্রিকস সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, শিক্ষাগত বিনিময়, বৃত্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহ নতুন প্রযুক্তির নিরাপদ ও মানবকেন্দ্রিক ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের জন্য নতুন দক্ষতা তৈরি এবং গিগ ও প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতির কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘোষণাপত্রে নারী, যুবসমাজ, সংস্কৃতি ও পর্যটনকে জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছে। নারী নেতৃত্ব, আর্থিক ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং নারী উদ্যোগপতিত্ব বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সাংস্কৃতিক সম্পদের অবৈধ পাচার রোধ এবং চলচ্চিত্র, নাটক ও অন্যান্য সৃজনশীল ক্ষেত্রে বিনিময় বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব ও সম্প্রদায়ভিত্তিক পর্যটনের প্রসারেও সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সবশেষে, ব্রিকসের সম্প্রসারণকে তার আন্তর্জাতিক প্রভাব, বিশ্বাসযোগ্যতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশ্বিক শাসনের সম্ভাবনা বৃদ্ধির প্রতিফলন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ২০২৬ সালে ভারতের সভাপতিত্বের প্রশংসা করে নয়াদিল্লি শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের জন্য ভারত সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ২০২৭ সালে চিনের সভাপতিত্ব এবং সেখানে ১৯তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে।

বটগাছ বার্তা

প্রথম পাতার বাকি অংশ

এক আধিকারিক জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই বটগাছের মতো বড় গাছগুলির কার্বন ধরে রাখার ক্ষমতা প্রমাণিত। সেক্ষেত্রে জলবায়ু বিশেষে বড় গাছগুলিকে যদি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় আনা যায়, তবে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে কিছুটা হলেও সুবিধে হবে।

তবে একটি নির্দিষ্ট বটগাছ বছরে ঠিক কত

পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে, তা একক সংখ্যা দিয়ে বলা যায় না। গাছের বয়স, আকার, বৃদ্ধির হার, মাটি, জলবায়ু এবং পরিবেশের উপর এই পরিমাণ নির্ভর করে। তাই কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর ক্ষেত্রে নতুন গাছ লাগানোর পাশাপাশি বড় ও দীর্ঘজীবী গাছ সংরক্ষণের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।



দিঘার সমুদ্রসৈকতে উপকূল পরিচ্ছন্নতা অভিযানে शामिल হয়েছেন স্বেচ্ছাসেবীরা

স্টিল স্ল্যাগে রাস্তার নির্মাণ

নয়াদিল্লি: শিল্পবর্জ্য স্টিল স্ল্যাগকে রাস্তা নির্মাণের উপযোগী উপাদানে পরিণত করে নির্মাণ খরচ প্রায় ৪০ শতাংশ কমানো সম্ভব। একই সঙ্গে প্রচলিত রাস্তার তুলনায় এই প্রযুক্তিতে নির্মিত রাস্তার শক্তি প্রায় চার গুণ বেশি হতে পারে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রায় ১৫ বছর পর বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। এই প্রযুক্তিকে একটি প্রকল্প বা একটি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের বিভিন্ন রাজ্য, সরকারি দফতর এবং বেসরকারি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। রায়গড়ে ১.৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ স্টিল স্ল্যাগ দিয়ে নির্মিত রাস্তার জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অর্জনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই প্রযুক্তি শুধু রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে নয়, দেশের সামগ্রিক পরিকাঠামো অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে। সিএসআইআর-সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং জিদাল স্টিল যৌথভাবে এই প্রযুক্তির প্রয়োগ করেছে। ইম্পাত উৎপাদনের উপজাত স্টিল স্ল্যাগকে প্রক্রিয়াজাত করে রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাগ্রিগেট বা নির্মাণ উপাদানে পরিণত করা হয়েছে।



দফতর ভারী পরিকাঠামোর জন্য রাস্তা নির্মাণ করে। একইভাবে বেসরকারি নির্মাণ সংস্থা, ঠিকাদার এবং পরিকাঠামো পরিচালনাকারীরাও এই প্রযুক্তির সম্ভাব্য ব্যবহারকারী। তাই বিভিন্ন মন্ত্রক, রাজ্য সরকার এবং বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ার ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির মধ্যে প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে বিশেষ কর্মসূচি নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। জিতেন্দ্র সিংয়ের কথায়, লক্ষ্য হওয়া উচিত ‘একটি প্রকল্প থেকে বহু প্রকল্প, একটি রাজ্য থেকে বহু রাজ্য’-এ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ। সিএসআইআর-সিআরআরআই-এর বৈজ্ঞানিক নির্দেশিকা, প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণের কাঠামো এই প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের ভিত্তি তৈরি করেছে। প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে উপযুক্ত প্রকল্পগুলিতে সরকারি সংস্থা,

গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্পক্ষেত্র এবং পরিকাঠামো নির্মাতাদের যৌথ উদ্যোগে এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ানো সম্ভব। স্টিল স্ল্যাগ রাস্তা প্রকল্পকে ‘বর্জ্য থেকে সম্পদ’ এবং চক্রাকার অর্থনীতির বৃহত্তর ভাবনার অংশ হিসেবে তুলে ধরেছেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে যে কোনও পরিত্যক্ত উপাদান থেকে নতুন অর্থনৈতিক মূল্য তৈরি করা সম্ভব। ব্যবহৃত রাস্তার তেল থেকে জৈব জ্বালানি উৎপাদন এবং ই-বর্জ্য থেকে মূল্যবান উপাদান পুনরুদ্ধারের মতো উদ্যোগও এই বৃহত্তর ভাবনার অংশ। এই প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই গুজরাতের হাজিরায়া একটি ছয় লেনের রাস্তা, মুম্বই-গোয়া জাতীয় সড়কের একটি অংশ এবং অরুণাচল প্রদেশের ভারী পরিকাঠামো নির্মাণে প্রয়োগ করা হয়েছে। মুম্বই-গোয়া জাতীয় সড়কের প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের অংশ তৈরিতে প্রায় ৮০ হাজার টন স্টিল স্ল্যাগ প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা হয়েছিল। হাজিরা বন্দরের ভিতরেও ১.১ কিলোমিটার দীর্ঘ স্টিল স্ল্যাগের রাস্তা তৈরি হয়েছে। রায়গড়ের ১.৮৫ কিলোমিটারের গিনেস বিশ্বরেকর্ডই অবশ্য এই প্রযুক্তির শেষ মাইলফলক নয়। সিএসআইআর-এর মহানির্দেশক এন. কলাইসেলভি জানিয়েছেন, ওড়িশার আঙ্গুলে জিম্মাল স্টিলের কারখানা থেকে একটি ৪০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজের বরাত পেয়েছে সিএসআইআর-সিআরআরআই। অর্থাৎ ১.৮৫ কিলোমিটারের বর্তমান রেকর্ডকে ছাপিয়ে ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন প্রকল্পের দিকে এগোচ্ছে এই প্রযুক্তি। জিতেন্দ্র সিং বলেন, গিনেস বিশ্বরেকর্ডকে গন্তব্য হিসেবে নয়, বরং বৃহত্তর প্রয়োগের সূচনা হিসেবে দেখতে হবে। প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে উপযুক্ত ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এর ব্যবহার বাড়ানোই হবে প্রকৃত সাফল্য। ভারতে বিজ্ঞান, শিল্প এবং পরিকাঠামোর এই সমন্বয় দেখাচ্ছে প্রযুক্তিকে বৃহৎ পরিসরে বাস্তব প্রয়োগে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও এগিয়ে যাচ্ছে।

ক
মি
ক্স

BRICS
Summit
2026



মিঃ' কখন
শেষ হবে ?
থ্রু মিছে
পেয়েছে !

শমিত

খিঁদে পেয়েছে...



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, সপ্তদশ সংখ্যা, সোমবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ২৭, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ১৪

হকির সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি: এশিয়া কাপে ভারতীয় জুনিয়র হকিতে এল জোড়া সাফল্য। ফাইনালে দুরন্ত ৪-১ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারতীয় জুনিয়র পুরুষ হকি দল। অন্যদিকে, অপরাজিত অভিযান বজায় রেখে এশিয়া কাপের শিরোপা ধরে রেখেছে ভারতীয় জুনিয়র মহিলা হকি দল। দুই দলের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জুনিয়র পুরুষ হকি দলের ফাইনালের পারফরম্যান্সকে ‘অসাধারণ’ বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, তরুণ খেলোয়াড়দের অসামান্য প্রতিভার প্রতিফলন এই সাফল্য। পুরো দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ফাইনালে ৪-১ ব্যবধানে জয় নিঃসন্দেহে ভারতীয় হকির জন্য উল্লেখযোগ্য অর্জন। এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, “এশিয়া কাপ জয়ের জন্য আমাদের জুনিয়র পুরুষ হকি দলকে অভিনন্দন। ফাইনালে ৪-১ ব্যবধানে দুরন্ত জয় নিঃসন্দেহে অসাধারণ সাফল্য। এই সাফল্য আমাদের তরুণ খেলোয়াড়দের বিপুল প্রতিভার প্রতিফলন।” অন্যদিকে, ভারতীয় জুনিয়র মহিলা হকি দলের অপরাজিত অভিযানেরও প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এশিয়া কাপের শিরোপা ধরে রাখাকে ভারতীয় হকির জন্য গর্বের মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

শিবাজী লাহিড়ী

মালদা: সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরর টুথ সোশ্যাল হ্যাভেল থেকে করা একটি পোস্ট- গোটা বিশ্বজুড়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। পোস্টে ট্রাম্প জানিয়েছেন, পৃথিবীর একটিই মাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহের ওপরে ভূমিস্বত্বের দাবিদার একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্পের এই পোস্টের পরেই গোটা বিশ্বব্যাপী বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক মহাকাশ আইনে চাঁদ বা মঙ্গলের জমি কিনে ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার কোনও বৈধ ব্যবস্থা নেই। ভবিষ্যতে সেখানে খনিজ বা অন্যান্য সম্পদ আহরণের অনুমতি পাওয়া গেলেও সেটি জমির মালিকানা পাওয়ার সমতুল্য হবে না। আন্তর্জাতিক মহাকাশ আইনের মূল ভিত্তি হল ১৯৬৭ সালের ‘আউটার স্পেস ট্রিটি’। এই চুক্তি অনুযায়ী, চাঁদ, মঙ্গলসহ কোনও মহাজাগতিক বস্তুর উপর কোনও রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব দাবি করতে পারে না। কোনও রাষ্ট্র দখল, ব্যবহার বা অন্য কোনও উপায়ে মহাজাগতিক ভূখণ্ডকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করতে পারে না। ফলে কোনও ব্যক্তি বা বেসরকারি সংস্থাও রাষ্ট্রের মাধ্যমে চাঁদ বা মঙ্গলের জমির বৈধ মালিকানা অর্জন করতে পারে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে চাঁদ বা মঙ্গলে কোনও বেসরকারি সংস্থা কাজ করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক মহাকাশ আইনে বেসরকারি সংস্থার মহাকাশ-কার্যক্রমের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উপর থাকে। অর্থাৎ কোনও কোম্পানি চাঁদ বা মঙ্গলে অবতরণ, গবেষণা, নির্মাণ বা সম্পদ আহরণের মতো কাজ করতে চাইলে তাকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের

অনুমোদন ও তত্ত্বাবধানের অধীনেই কাজ করতে হবে। এখানে জমির মালিকানা এবং মহাকাশযান বা নির্মিত স্থাপনার মালিকানার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। কোনও সংস্থা চাঁদে একটি রোভার, গবেষণাগার বা অন্য কোনও যন্ত্র স্থাপন করলে সেই যন্ত্রের সোশ্যালে করা ট্রাম্পের পোস্ট সেই বিতর্ককে নতুন করে উস্কে দিয়েছে। ‘আউটার স্পেস ট্রিটি’ মহাজাগতিক ভূখণ্ডের উপর জাতীয় মালিকানা নিষিদ্ধ করলেও সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের প্রশ্নটি পরবর্তী সময়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।



মালিকানা তার কাছেই থাকতে পারে। কিন্তু সেই যন্ত্র যেখানে রয়েছে, সেই জমির মালিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংস্থাটির হয়ে যায় না। চাঁদ বা মঙ্গলের প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়েও আলাদা আন্তর্জাতিক বিতর্ক রয়েছে। টুথ

দাবিতে পরিণত না হয় সেই বিষয়টিকেও নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে ‘মুন অ্যাগ্রিমেন্ট’ চাঁদের সম্পদ ও ভূখণ্ডের বিষয়ে আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এতে চাঁদ ও তার প্রাকৃতিক সম্পদকে মানবজাতির সাধারণ ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, চাঁদের পৃষ্ঠ, ভূগর্ভ বা সেখানে থাকা সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করা হয়নি। এই প্রেক্ষিতেই নতুন বিতর্কের সূত্রপাত। ২০২৫ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে, চাঁদে খনিজ আহরণের বিষয়ে নতুন দিশা দেখিয়েছে, ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, চাঁদে আধুনিক প্রযুক্তি ও শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ‘বিরল মৃত্তিকা মৌল’ বা রেয়ার আর্থ এলিমেন্টস-এর সম্ভাব্য ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তথ্য অনুযায়ী, চাঁদের অধিকাংশ শিলায় এই মৌলের পরিমাণ অত্যন্ত কম হলেও ‘ক্রীপ’ নামে পরিচিত বিশেষ ধরনের শিলায় বিরল মৃত্তিকা মৌলের ঘনত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ক্রীপের নাম এসেছে পটাশিয়াম, বিরল মৃত্তিকা মৌল এবং ফসফরাসের আদ্যক্ষর থেকে। চাঁদের পৃষ্ঠে কোটি কোটি বছর ধরে উল্কাপাতের ফলে তৈরি হয়েছে ধূলি ও ভাঙা শিলার স্তর, যাকে রেগোলিথ বলা হয়। অ্যাপোলো অভিযানে পৃথিবীতে আনা নমুনা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা ক্রীপের উপস্থিতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান। পরে কক্ষপথে থাকা উপগ্রহের নিউট্রন স্পেকট্রোমিটার ও গামা-রশ্মি স্পেকট্রোমিটারের তথ্য ব্যবহার করে ক্রীপ সমৃদ্ধ অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে। বিরল মৃত্তিকা মৌলের মধ্যে

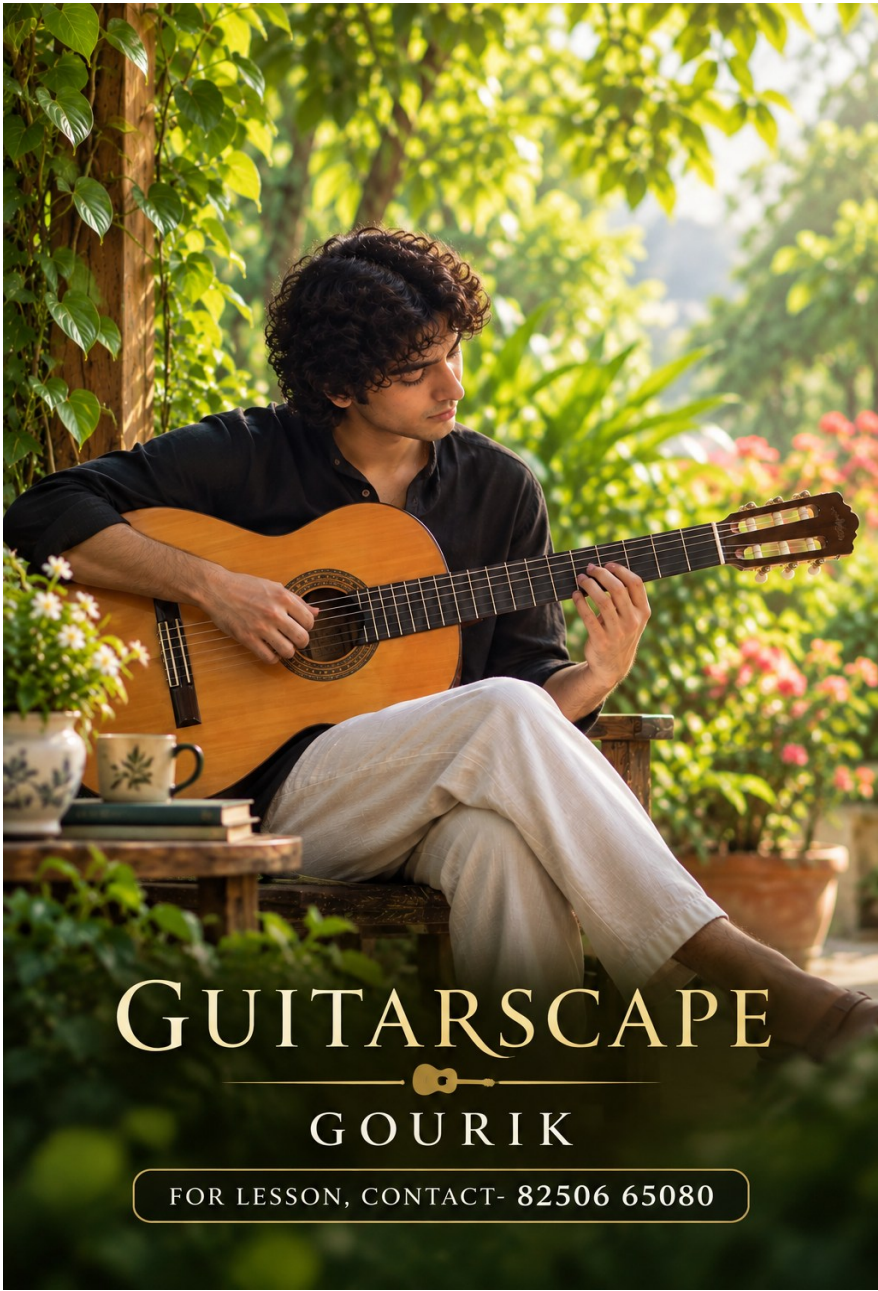
দ্বিতীয় পাতায়

সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠক

নয়াদিল্লি: ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, উগান্ডা, বুরুন্ডি, ফিলিপিন্স ও কাজাখস্তানের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৈঠকগুলিতে বাণিজ্য-বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, জ্বালানি, কৃষি, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, যোগাযোগ, শিক্ষা এবং উন্নয়ন অংশীদারিত্ব-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী দক্ষিণের দেশগুলির স্বার্থ তুলে ধরতে বহুপাক্ষিক মঞ্চে সমন্বয় বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। আফ্রিকান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তথা বুরুন্ডির প্রেসিডেন্ট এভারিস্তে ন্দাইশিমিয়ের সঙ্গে বৈঠকে ভারত-আফ্রিকান ইউনিয়ন অংশীদারিত্বকে গ্লোবাল সাউথের সহযোগিতার অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে তুলে ধরেন দুই নেতা। ২০২৩ সালে ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের সময় আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০-র অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকার কথাও তাঁরা স্মরণ করেন। পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে চতুর্থ ভারত-আফ্রিকা ফোরাম সম্মেলন আয়োজনের বিষয়েও আলোচনা হয়। ইবোলা সংক্রমণ মোকাবিলায় আফ্রিকান ইউনিয়নের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। আফ্রিকা সিডিসি-কে ইবোলা মোকাবিলায় ভারত যে চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছে, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান বুরুন্ডির প্রেসিডেন্ট। একই সঙ্গে ভারত-বুরুন্ডি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন দুই নেতা। অর্থনৈতিক সহযোগিতা, উন্নয়ন অংশীদারিত্ব, কৃষির আধুনিকীকরণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার সঙ্গেও বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন দুই নেতা। দুই দেশের সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে অভিন্ন ঐতিহাসিক সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা, শক্তিশালী অর্থনৈতিক যোগাযোগ এবং জনগণের মধ্যে গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে মতবিনিময়ের পাশাপাশি বহুপাক্ষিক মঞ্চে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রাখার বিষয়ে তাঁরা সম্মত হন। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে চিতা স্থানান্তর কর্মসূচির সাফল্যের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্সে যোগ দেওয়ার বিষয়টি

বিবেচনা করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রী। নাইজেরিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশিম শেত্তিমা মুস্তাফার সঙ্গেও বৈঠকে ভারত-নাইজেরিয়া কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, জ্বালানি, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিকে সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন দুই নেতা। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের অগ্রাধিকার ও উদ্বোধন নিয়েও মতবিনিময় হয়। আরও প্রতিনিধিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বহুমেরু আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বহুপাক্ষিক মঞ্চে একসঙ্গে কাজ করার উপর জোর দেওয়া হয়। উগান্ডার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেসিকা রোজ এপেল আলুপোর সঙ্গে বৈঠকে প্রযুক্তি অংশীদারিত্ব, দক্ষতা বৃদ্ধি, জ্ঞান বিনিময়, বিনিয়োগ সহজ করা এবং দুই দেশের বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন দুই নেতা। উগান্ডার ‘শিশন ২০৪০’-এর মাধ্যমে দেশটির রূপান্তর ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগকেও ভারত-উগান্ডা সম্পর্কের অন্যতম শক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়। গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠ আরও শক্তিশালী করার জন্য দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ আর. মার্কোস জুনিয়রের সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। ব্রিকস সম্মেলনে বর্তমান আসিয়ান সভাপতি হিসেবে ফিলিপিন্সের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানান তিনি। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, মহাকাশ, রেল পরিকাঠামো, আর্থিক প্রযুক্তি, শিক্ষা, পর্যটন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ—বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বিস্তারিত বিষয়ে দুই নেতা সম্মত হন। ২০২৫ সালের আগস্টে প্রেসিডেন্ট মার্কোসের ভারত সফরের সময় প্রতিষ্ঠিত কৌশলগত অংশীদারিত্বের কাঠামোর অধীনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তও হয়। দু্যোগ-সহনশীল পরিকাঠামোর জন্য জোটে ফিলিপিন্সের যোগদানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী। কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম-জোমার্ট টোকায়েভের সঙ্গেও বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। দুই দেশের

দ্বিতীয় পাতায়





সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের একটি ছবি অনেক কথা বলে। আবার কখনও কখনও একটি ছবি অনেক কিছু লুকিয়েও ফেলে। দিল্লিতে যখন বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান অর্থনীতির জোট ব্রিকসের শীর্ষ সম্মেলন বসেছে, তখন বিদেশি সংবাদমাধ্যমের একটি অংশের নির্বাচিত ছবির দিকে তাকালে মনে হতে পারে—এই সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেন সম্মেলন নয়, সম্মেলনকে ঘিরে দিল্লির রাস্তা। কোথাও ব্রিকসের ব্যানারের সামনে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন এক সাধারণ মানুষ। কোথাও পুরোনো মোটরবাইকে একজন আরোহী। পেছনে ঝলমলে ব্রিকসের সাজসজ্জা। প্রশ্ন হল—একটি ছবির মাধ্যমে একটি দেশের আন্তর্জাতিক আয়োজনকে আমরা কোন দৃষ্টিতে দেখতে চাইছি? আল জাজিরার ব্রিকস-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দিল্লির রাস্তা, সাধারণ মানুষের চলাচল, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সম্মেলনকে ঘিরে অসন্তোষের বিষয় যেমন উঠে এসেছে, তেমনই তাদের বিশ্লেষণে ব্রিকসের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য এবং পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনের প্রচারচিত্রেও দিল্লির ব্রিকস সজ্জার সামনে মোটরবাইকে যাওয়া এক ব্যক্তিকে সামনে রাখা হয়েছে। এখানে আপত্তি সাধারণ মানুষের ছবি তোলায় নয়। বরং আপত্তি হতে পারে ছবির নির্বাচনের সামগ্রিক ভাষ্য। দিল্লির কোনও রাস্তায় একজন সাইকেল আরোহীকে দেখানো অবশ্যই ভারতের বাস্তবতা। পুরোনো মোটরবাইকও ভারতের বাস্তবতা। যানজট, নিরাপত্তার কারণে রাস্তা বন্ধ হওয়া, সাধারণ মানুষের অসুবিধা—এসবও বাস্তব। এগুলি সংবাদে আসবে, আসতেই পারে। কিন্তু একই সঙ্গে আর একটি বাস্তবতাও আছে। এই দিল্লিতেই একই সময়ে বসেছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের রাষ্ট্রনেতারা। চীন, রাশিয়া, ইরান,

দক্ষিণ আফ্রিকা-সহ ব্রিকসের সদস্য ও অংশীদার দেশগুলির নেতৃত্ব ভারতের আমন্ত্রণে একই মঞ্চে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্মেলনের ফাঁকে একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। ব্রিকসের নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা, বাণিজ্য, জলবায়ু, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা, প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উন্নয়ন অর্থায়ন এবং বিশ্বশাসন ব্যবস্থার সংস্কারের মতো বিস্তৃত বিষয় স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ সম্মেলনের একটি ছবি যদি হয় সাইকেল আরোহী, তবে আর একটি ছবি হওয়া উচিত সেই টেবিলেও—যেখানে ভারত, চীন, রাশিয়া, ইরান, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশের নেতৃত্ব বসে ভবিষ্যৎ বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছে। এখানেই বিদেশি সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গা তৈরি হয়। কারণ ব্রিকস কোনও ন্যাটো নয়। এটি কোনও সামরিক জোট নয়। এর অভিন্ন মুদ্রা নেই, অভিন্ন প্রতিরক্ষা কাঠামো নেই, সদস্যদের প্রত্যেক আন্তর্জাতিক প্রশ্নে একই অবস্থানও নেই। ফলে ব্রিকসকে একটি ঐক্যবদ্ধ ‘পশ্চিমবিরোধী জোট’ হিসেবে দেখার চেষ্টা যেমন অতিসরলীকরণ, তেমনই তার মতপার্থক্যকে সামনে রেখে সংগঠনটির গুরুত্বকে খাটো করাও বাস্তবতাকে অসম্পূর্ণভাবে দেখা। বরং ব্রিকসের আসল শক্তি সম্ভবত অন্য জায়গায়—যে দেশগুলি নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী, তাদেরও একই টেবিলে বসতে বাধ্য করা। ভারতের এবারের সভাপতিত্বের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাও এখানেই ছিল। ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি একই সংগঠনের সদস্য। চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত ও বাণিজ্য নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা রয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমের সংঘাত চলছে। তবু এই দেশগুলিকে একই মঞ্চে নিয়ে এসে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া নিজেই একটি কূটনৈতিক কাজ। ভারত যে এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে, তার মূল্যায়নও হওয়া উচিত সেই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে।

চাঁদ কার

প্রথম পাতার বাকি অংশ

ল্যাস্থানাইড গোষ্ঠীর ১৫টি মৌলের পাশাপাশি স্ক্যান্ডিয়াম ও ইট্রিয়ামও রয়েছে। শক্তিশালী চুম্বক, উন্নত ক্যামেরার লেন্স, উজ্জ্বল আলো, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি, টেলিভিশন, চিকিৎসা সরঞ্জাম, শক্তি প্রযুক্তি, কৃষি এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এই মৌলগুলির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে এগুলির কৌশলগত গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষভাবে চাঁদের পৃথিবীমুখী অংশে ইট্রিয়াম অববাহিকার চারপাশে থোরিয়ামের উচ্চ ঘনত্ব পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলটির আয়তন প্রায় ২০ লক্ষ বর্গমাইল, যা চাঁদের মোট পৃষ্ঠের প্রায় ১৬ শতাংশ এবং গ্রিনল্যান্ডের দ্বিগুণেরও বেশি। গবেষণা বলছে, কিছু এলাকায় বিরল মৃত্তিকা মৌলের ঘনত্ব সৌরজগতের গড়ের তুলনায় ১,০০০ গুণেরও বেশি হতে পারে—যা পৃথিবীতে

খনন করা আকরিকের সঙ্গে তুলনীয়। খনন সক্ষম প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবনেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে রোবোটিক খননযন্ত্র এবং পৃথিবী-চাঁদের মধ্যে বিপুল পরিমাণ মাল পরিবহনের যান তৈরির কাজ এগোচ্ছে। সেক্ষেত্রে নির্বিঘ্নে খনন পরিচালনার জন্য আর্টিফিশিয়াল ইনেলিজেন্স-এর ব্যাপক ব্যবহারের দিককেও মাথায় রেখেই এগোতে চাইছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইউএসজিএস জানিয়েছে, ক্রীপ সমৃদ্ধ কয়েকটি অঞ্চল ইতিমধ্যেই ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য চিহ্নিত হয়েছে। অ্যারিস্টার্কাস মালভূমি ও গ্রুইথুইসেন ডোম তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ২০২৮ সালে পরিকল্পিত লুনার-ভিআইএসই অভিযানের মাধ্যমে চাঁদের মাটি ও শিলার রাসায়নিক ও খনিজ বৈশিষ্ট্য আরও বিশদে পরীক্ষা করার লক্ষ্য রয়েছে।

ফাঁকে বৈঠক

প্রথম পাতার বাকি অংশ

দেশের প্রাচীন সভ্যতাগত সম্পর্কের কথা স্মরণ করে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত-কাজাখস্তান সম্পর্কের ধারাবাহিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। রাজনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, উদীয়মান প্রযুক্তি, মজেনশীল অর্থনীতি এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগের মতো ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা পর্যালোচনা করেন দুই নেতা। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও তাঁদের মধ্যে মতবিনিময় হয়। গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির স্বার্থে বহুপাক্ষিক মঞ্চে সমন্বিত ভূমিকা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্রিকস সম্মেলনের মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে ভারতের আফ্রিকা ও এশিয়াকেন্দ্রিক কূটনৈতিক যোগাযোগ আরও বিস্তৃত করারই ইঙ্গিত মিলেছে এই ধারাবাহিক বৈঠকে।

লন্ডন: যুক্তরাজ্যের অখণ্ডতা নিয়ে নতুন করে বড় রাজনৈতিক প্রশ্নের মুখে পড়েছে লন্ডন। স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতাপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব আগামীকাল, ১৪ সেপ্টেম্বর, ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফে বৈঠকে বসছে। বৈঠকে তিন দেশের স্বাধীনতার গণভোটের অধিকার এবং নিজেদের সাংবিধানিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকারের পক্ষে একটি যৌথ সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করার কথা রয়েছে। এই উদ্যোগ সফল হলে বহু-জাতিক যুক্তরাজ্যের সাংবিধানিক কাঠামো নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক নতুন মাত্রা পেতে পারে।

কার্ডিফের এই বৈঠকে অংশ নেবেন স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার এবং স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির নেতা জন সুইনি, ওয়েলসের ফার্স্ট মিনিস্টার ও প্লেইড কামরির নেতা রুন আপ আইওরওয়ার্থ এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার ও সিন ফেইনের নেতা মিশেল ওনিল। তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে থাকার কথা সিন ফেইনের সভাপতি মেরি লু ম্যাকডোনাল্ডেরও। বৈঠকের মূল রাজনৈতিক বার্তা হল—যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তিনটি জাতির জনগণকে নিজেদের সাংবিধানিক ভবিষ্যৎ বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। তবে এই ঘটনাকে সরাসরি ‘যুক্তরাজ্য ভেঙে দেওয়ার চুক্তি’ হিসেবে দেখা এখনও ঠিক হবে না। প্রস্তাবিত নথিটি একটি রাজনৈতিক সমঝোতাপত্র। তিন নেতা তাঁদের সরকারি পদাধিকারী হিসেবে নয়, সংশ্লিষ্ট স্বাধীনতাপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবেই এই উদ্যোগে অংশ নিচ্ছেন। ফলে এই চুক্তি নিজে থেকে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস বা নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে যুক্তরাজ্য থেকে পৃথক করার কোনও আইনি প্রক্রিয়া শুরু করবে না। বরং ওয়েস্টমিনস্টার সরকারের উপর গণভোটের জন্য সাংবিধানিক ও আইনি

ব্যবস্থা তৈরির রাজনৈতিক চাপ বাড়ানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য। ঘটনাটির তাৎপর্য আরও বেড়েছে কারণ বর্তমানে তিনটি ডিভলভড নেশনেই স্বাধীনতা বা সাংবিধানিক পরিবর্তনের পক্ষে থাকা রাজনৈতিক শক্তি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ওয়েলসে প্লেইড কামরির সাম্প্রতিক নির্বাচনী সাফল্যের পর রুন আপ আইওরওয়ার্থের নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো দলটি সরকার গঠন করেছে। এর ফলে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতাপন্থী এসএনপি এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের সিন ফেইনের সঙ্গে ওয়েলসের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একটি নতুন রাজনৈতিক সমন্বয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

স্কটল্যান্ডের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই আরও এক ধাপ এগিয়েছে। ফার্স্ট মিনিস্টার জন সুইনি সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহার্মকে চিঠি লিখে স্বাধীনতার গণভোটের জন্য একটি আইনি ব্যবস্থা তৈরির বিষয়ে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন। সুইনির বক্তব্য, স্কটল্যান্ডের সাংবিধানিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার স্কটল্যান্ডের মানুষের। স্কটিশ সরকারের সাম্প্রতিক নীতিতেও স্বাধীনতার প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। সুইনি জানিয়েছেন, তাঁর সরকার স্কটল্যান্ডের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্ধারণ করার অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করবে এবং স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরবে। স্কটিশ সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, কোনও স্পষ্ট গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের পর স্বাধীনতার প্রশ্নে যুক্তরাজ্য ও স্কটিশ সরকারের মধ্যে আইনসম্মত সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়া উচিত। অন্যদিকে ওয়েস্টমিনস্টারের অবস্থান এখনও যথেষ্ট সতর্ক। প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহার্মের সরকার জানিয়েছে, বর্তমানে সাংবিধানিক পরিবর্তনের বদলে অর্থনীতি, জনপরিষেবা এবং বাস্তব প্রশাসনিক সমস্যার

দিকে তাদের নজর। জুলাইয়ে ডিভলভড সরকারগুলির প্রধানদের সঙ্গে আলোচনায় বার্নহার্ম স্পষ্ট করেছিলেন যে তাঁর সরকার ক্ষমতা আরও বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে আগ্রহী হলেও নতুন গণভোটের মতো সাংবিধানিক পরিবর্তন এখন অগ্রাধিকার নয়।

তবে বার্নহার্মের সাম্প্রতিক মন্তব্যই স্বাধীনতাপন্থীদের নতুন করে সক্রিয় করেছে। স্কটল্যান্ডে জনসমর্থন এমন পর্যায়ে পৌঁছলে গণভোটের প্রশ্ন বিবেচনা করা যেতে পারে—এমন ইঙ্গিতকে সুইনি রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে চাইছেন। স্কটিশ সরকার ইতিমধ্যেই বলেছে, নীতিগত অধিকারকে বাস্তব আইনি ব্যবস্থায় রূপ দেওয়ার জন্য ওয়েস্টমিনস্টারের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। ওয়েলসের অবস্থান অবশ্য স্কটল্যান্ডের মতো সরাসরি নয়। রুন আপ আইওরওয়ার্থ স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে ভবিষ্যতের বিষয় হিসেবে দেখালেও চলতি মেয়াদে স্বাধীনতার গণভোট আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেননি। ওয়েলসের রাজনীতিতে বর্তমানে আরও ক্ষমতা হস্তান্তর, পুলিশ ও বিচারব্যবস্থার মতো ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব বৃদ্ধি এবং ওয়েস্টমিনস্টারের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক পুনর্নির্ধারণও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ক্ষেত্রে আবার সাংবিধানিক পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা। ১৯৯৮ সালের গুড ফ্রাইডে চুক্তির অধীনে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে একীভূত হওয়ার প্রশ্নে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গণভোটের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নটি মূলত যুক্তরাজ্য থেকে পৃথক হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়ার বদলে আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে একীভূত হওয়ার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত। এই বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে আরও আলোচনায় এসেছে।

প্রচলিত চিকিৎসায় সহায়তা

নয়াদিল্লি: ঐতিহ্যবাহী, পরিপূরক ও সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়তে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল ব্রিকস। ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনে গৃহীত নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে ব্রিকস স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে ঐতিহ্যবাহী, পরিপূরক ও সমন্বিত চিকিৎসা নিয়ে বিশেষজ্ঞ কর্মীগোষ্ঠী গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হয়েছে। গবেষণা, জ্ঞান বিনিময় এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নই হবে এর অন্যতম লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় আয়ুষ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব বলেন, এই উদ্যোগ ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা নিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করবে। তাঁর মতে, প্রস্তাবিত বিশেষজ্ঞ কর্মীগোষ্ঠীর মাধ্যমে ব্রিকস সদস্য দেশগুলি নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি গবেষণা জোরদার করতে পারবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, গুণমান নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা কাঠামো নিয়ে আলোচনা করবে। ওই বৈঠকেই প্রস্তাবিত বিশেষজ্ঞ কর্মীগোষ্ঠীর কাজের পরিধি নিয়ে একমত তৈরি হয়।

বৈদ্য রাজেশ কোটোচা জানান, বিশেষজ্ঞ কর্মীগোষ্ঠী গবেষণার ফলাফল বিনিময়, যৌথ গবেষণা এবং গুণমান ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি নির্দিষ্ট মঞ্চ হিসেবে কাজ করতে পারে। নিরাপদ, কার্যকর ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য প্রমাণভিত্তিক পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর তিনি গুরুত্ব দেন। নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধে ব্যবহৃত ঔষধি গাছ এবং ভেষজ প্রস্তুতি নিয়ে গবেষণায় ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। সদস্য দেশগুলির ঐতিহ্যবাহী ভেষজ-ভিত্তিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিরাপদ, কার্যকর ও সাশ্রয়ী চিকিৎসা পণ্য তৈরির সম্ভাবনাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বে গত ২১ জুলাই চণ্ডীগড়ে ঐতিহ্যবাহী, চিকিৎসা নিয়ে ব্রিকসের বৈঠক হয়েছিল। সেখানে সদস্য দেশগুলির সরকারি আধিকারিক, বিশেষজ্ঞ ও প্রতিনিধিরা গবেষণা, শিক্ষা, জ্ঞান বিনিময় এবং নিয়ন্ত্রণ আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেন। ওই বৈঠকেই প্রস্তাবিত বিশেষজ্ঞ কর্মীগোষ্ঠীর কাজের পরিধি নিয়ে একমত তৈরি হয়।

ক
মি
ক্স

শমিত



খিঁদে পেয়েছে...